২৬-০২-০৮

দৈনিক ইত্তেফাক

ঢাকা ঃ মঙ্গলবার ১৪ ফাল্গুন ১৪১৪

দুর্নীতি, অনিয়ম ও সুরাহা

ড. এম আজিজুর রহমান

আয়তনে ছোট কিন্তু জনাধিক্য সমস্যায় জর্জরিত একটি দেশ বাংলাদেশ। এত ঘনবসতিপূর্ণ দেশ বিশ্বে নজিরবিহীন। পনের কোটি জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। দেশের সর্বস্তরে প্রোথিত দুর্নীতি, রাজনৈতিক অস্থিরতা, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, চাকরি ও উৎপাদন খাতে উৎপাদনশীলতার অভাব ইত্যাদিসহ নানাবিধ সমস্যায় দেশটি জর্জরিত। মাথাপিছু আয়, উৎপাদন ও প্রবৃদ্ধির নিম্নহার, আয়ের সুষম বন্টনের অভাব, কর্মসংস্থানের অভাব এসব বিভিন্ন কারণে দরিদ্র জনপদের সংখ্যা অনেক বেশি। সামাজিক ও আর্থিক নিরাপত্তার অভাবে এদেশের মানুষকে সবসময় অস্থিরতায় ভুগতে হয়। এ অস্থিরতার কারণে মানুষ বিভিন্নভাবে দুর্নীতির আশ্রয় নেয়।

সামাজিক শক্তির অপব্যবহার, রাজনৈতিক অসদাচরণ, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও ইচ্ছা-অনিচ্ছার বিরুদ্ধে ব্যবসায়িক দুর্নীতি সবকিছু মিলে দেশের সর্বস্তরে দুর্নীতির শিকার হয়ে সাধারণ মানুষ দিশেহারা। একটু ভাবলেই দেখা যায়, ক্ষমতা ও ক্ষমতার অপব্যবহার হল দুর্নীতির প্রধান উৎস। ক্ষমতার অপব্যবহার করে যারা দুর্নীতি করে তাদের শ্রেণীবিন্যাস করতে গেলে চলে আসে লেজুড়বৃত্তিসম্পন্ন বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন ও রাজনীতিবিদ শ্রেণীর নাম। পরবর্তী ক্ষমতাধর ব্যক্তিবর্গ হলেন দেশের আমলা ও সরকারি-বেসরকারি চাকরিজীবী শ্রেণী। সাধারণ মানুষের ভাষায় সামগ্রিকভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত একটি বড় ধরনের গোষ্ঠী হল ব্যবসায়ীবৃন্দ। ব্যবসায়ীরা রাজনীতিবিদ ও আমলাদের মত ক্ষমতাধর নয়। রাজনীতিবিদ ও আমলারা ক্ষমতার অপব্যবহার করে দুর্নীতির জন্য ব্যবসায়ীদের প্রশ্রয় দিয়ে থাকে। ব্যবসায়ী গোষ্ঠীও অবৈধভাবে অধিক মুনাফা লাভের আশায় রাজনীতিবিদ ও আমলাদের বিভিন্নভাবে খুশি করতে দুর্নীতির আশ্রয় নেয়। অন্যদিকে রাজনীতিবিদরাই বিভিন্নভাবে আমলাদের নিয়ন্ত্রণ করে থাকে এবং আমলাদের দুর্নীতি করতে প্রশ্রয় দেয়। মোট কথা, ছোট-বড় বিভিন্ন ধরনের স্বার্থ উদ্ধারে রাজনীতিবিদরা বিভিন্নভাবে ব্যবসায়ী ও আমলাদের সহযোগিতা করে। অর্থাৎ দুর্নীতি দমন ও সুরাহার সবচেয়ে বড় সমাধান হল সুষ্ঠু রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিকাশ সাধন করা। দুর্নীতিমুক্ত রাজনীতিই পারে দুর্নীতিমুক্ত আমলা সৃষ্টি করতে। দুর্নীতিমুক্ত আমলা ও রাজনীতিবিদরাই পারে দুর্নীতিমুক্ত ব্যবসায়-বাণিজ্য সংস্কৃতির দ্বার উন্মোচন করতে। তাহলে জাতীয় আয়, প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সবকিছুই বাড়বে। সাধারণ মানুষ চাকরি ও ছোটখাটো ব্যবসায় সুষ্ঠুভাবে করতে পারবে, আয়ের সুষম বন্টন নিশ্চিত হবে এবং দারিদ্র্য বিমোচন হবে।

দুর্নীতি নির্মূলের শর্ত হিসাবে আমাদেরকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। এজন্যে ধর্মের প্রতি অনুরাগ, সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ বৃদ্ধি খুবই প্রয়োজন। সাধারণ শিক্ষায় নৈতিকতার ওপর গুরুত্বারোপসহ বিভিন্নভাবে সচেতনতামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে দেশে নৈতিকতা বৃদ্ধির সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। রাজনীতিবিদ এবং আমলাদের জবাবদিহিতা বাড়াতে হবে। সরকারি ও বেসরকারি অফিসে লাল ফিতার দৌরাত্ম্য কমাতে হবে, ব্যবসায়-বাণিজ্য, চাকরি, পদোন্নতির বিনিময়ে ঘুষ, উৎকোচ, বকশিস, কমিশন ও লভ্যাংশের সুযোগ-সুবিধা নির্মূল করতে হবে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যেহেতু দেশটি জনগণের, তাই জনগণের অধিকার আছে, কে কিভাবে অবৈধ ধন-সম্পদের মালিক হলো এবং অবৈধভাবে বিভিন্ন স্বার্থ উদ্ধারে লিপ্ত তার সঠিক তথ্য জানা। এ জন্যে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

পাটকল চিনিকলসহ সবকিছুই দেশের বৃহত্তর স্বার্থে বেসরকারিকরণ করতে হবে। বেসরকারিখাতের প্রতিষ্ঠানসমূহে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা ও বিনিয়োগকারী অতি সতর্ক ও সচেতন থাকেন বিধায় প্রতিষ্ঠানগুলো সহজে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হতে পারে। অন্যদিকে উৎপাদনমুখী সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে সতর্কতা ও সচেতনতার বড় অভাব থাকে। বিভিন্নভাবে এসব প্রতিষ্ঠান দুর্নীতিতে আক্রান্ত হয় এবং লোকসান ও ভরাডুবি ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না বিধায় এ ধরনের সংস্থাগুলোকে বেসরকারিকরণ করলে দেশের অর্থনীতি এক ভয়াবহ লোকসান থেকে মুক্তি পাবে।

মাঝে মাঝে কিছু অনিয়ন্ত্রিত ও অনাকাঙ্ক্ষিত কারণে দেশের অর্থনীতি সঠিকভাবে পরিচালিত নাও হতে পারে। সেক্ষেত্রে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, বেকার সমস্যা ইত্যাদি কারণে প্রচলিত দুর্নীতি আরো ভয়াবহ আকার ধারণ করে। তখন দেশকে দুর্নীতিমুক্ত রাখার জন্য প্রয়োজন হয় সরকারি হস্তক্ষেপের। যেমন-বেকার সমস্যা বাড়লে সরকার সম্প্রসারিত মুদ্রানীতি, রাজস্বনীতিসহ বিভিন্ন ধরনের সম্প্রসারিত অর্থনীতি গ্রহণ করবে। আবার মুদ্রাস্ফীতির দ্রুত ঊর্ধ্বগতি হলে সরকার তা নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণের শরণাপন্ন হবে। এভাবে সরকারি হস্তক্ষেপের ফলে উন্মুক্ত বাজারকে ভারসাম্য ও দুর্নীতিমুক্ত অবস্থায় রাখা সম্ভব। দুর্নীতি প্রতিরোধে এগুলো হবে সরকারের প্রধান প্রধান কাজ।

শুরুতেই বলা হয়েছে বাংলাদেশ অন্যতম দরিদ্র দেশ। এখানকার কলুষিত রাজনৈতিক পরিবেশ ও দুর্বল অর্থনৈতিক কাঠামো দুটোই দুর্নীতির প্রধান কারণ। কোনটি বড় কারণ আর কোনটি ছোট কারণ তা নিবিড় গবেষণা ছাড়া বলা খুবই কঠিন। এমনিতে যা বলা যায় দুর্নীতি হ্রাস প্রচেষ্টায় অবশ্যই দেশের দারিদ্র্য বিমোচন করতে হবে। মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য এ মৌলিক চাহিদাগুলো মেটাতে হবে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার আওতায় রাখতে হবে। বাজারমূল্যের সাথে মিল রেখে সরকারি-বেসরকারি কর্মজীবীদের বেতন বাড়াতে হবে, পেনসন, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষকে সুনিশ্চিত ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে।

সাধারণ মানুষের জীবনের নিরাপত্তা বিধান এবং রাজনীতিকে দুর্নীতিমুক্ত করার মাধ্যমে আমলাতান্ত্রিক জটিলতাকে নিরসন করে, ব্যবসায়-বাণিজ্যসহ গোটা অর্থনীতি থেকে সমূলে দুর্নীতিমুক্ত করা সম্ভব। শুধু দরকার আমাদের মহৎ উদ্দেশ্য এবং এর সঠিক প্রয়োগের সদিচ্ছা, উৎপাদনবান্ধব আইনের প্রণয়ন এবং শক্তিশালী প্রশাসনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট আইন-শৃংখলার সঠিক প্রয়োগ।

[লেখক : ভাইস চ্যান্সেলর, উত্তরা ইউনিভার্সিটি]